BLOOD MOUTH CLUB
Ramnagar-Krishnanagar
Agartala, Tripura

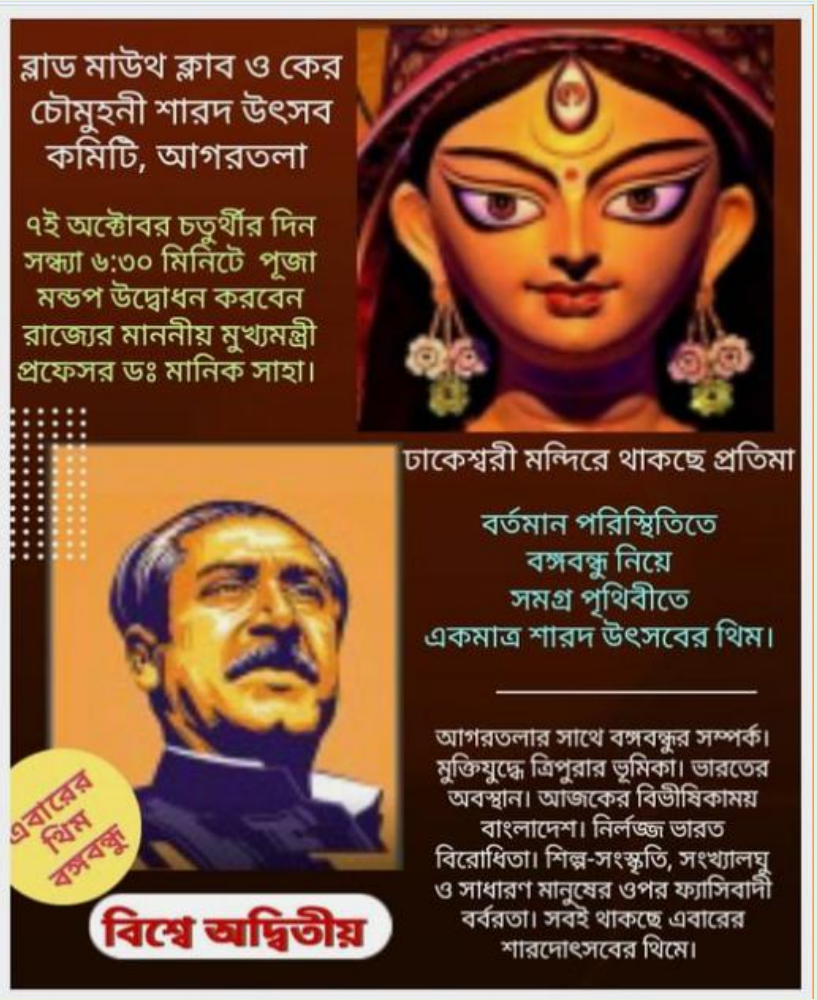

ব্লাড মাউথ ক্লাব ও কের চৌমুহনী শারদ উৎসব কমিটি প্রতিবছর একজন করে আমাদের সমাজের কিংবা দেশের যুগান্তকারী ভূমিকা পালনকারী ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব কে নিয়ে দুর্গাপূজার থিম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত বছরের থিম ছিল রাজা রামমোহন রায়। সিদ্ধান্ত ছিল এবছর থিম হবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতির নিরিখে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু থিমটি আগামী বছরের জন্য রেখে দিয়ে এ বছর থিম করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু'। কারণ এই বঙ্গবন্ধুর সাথে আগরতলার সম্পর্ক ছিল নিবিড়। আগরতলাকে মুক্তিযোদ্ধারা বলতেন মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় রাজধানী। এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের পত্রিকা কাগজগুলোতে। ১৯৭১ সালে সমগ্র ত্রিপুরার জনসংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ ৫৩ হাজার অথচ ত্রিপুরা ধারণ করেছিল ১৩ লক্ষ ৪২ হাজার মুক্তিযোদ্ধা। ত্রিপুরার অধিকাংশ বাঙালী ও নৃগোষ্ঠীর মানুষের সাথে আজও বাংলাদেশের রয়েছে নাড়ীর টান। তাই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন বিষয়ে ন্যূনতম হস্তক্ষেপ না করে শুধুমাত্র ঘটনা প্রবাহে ফ্যাসিবাদী

কায়দায় বঙ্গবন্ধুর মূর্তি ভাঙা , রবি ঠাকুরকে অসম্মানিত করা , ভারত বিরোধী জিগির, শিল্প সংস্কৃতি , সংখ্যালঘু অংশের মানুষ তথা সাধারণ মানুষের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ তুলে ধরে আগরতলা তথা ত্রিপুরা তথা ভারতবর্ষের সাথে বঙ্গবন্ধু তথা মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মিক যোগাযোগকে এবারকার শারদ উৎসবের সময়োপযোগী থিম করেছে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও কের চৌমুহনী শারদ উৎসব কমিটি। বর্তমান পরিস্থিতিতে সমগ্র পৃথিবীতে সম্ভবত একমাত্র ব্লাড মাউথ ক্লাব ও কের চৌমুহনী শারদ উৎসব কমিটি "বঙ্গবন্ধু" থিমে দুর্গাপূজার মন্ডপ সজ্জা করেছে।

দুর্গা প্রতিমা কে রাখা হচ্ছে ঢাকার বিশ্ব বিখ্যাত ঢাকেশ্বরী মন্দিরের আদলে তৈরি মন্ডপে। দুর্গা মন্ডপের বাঁদিকে থাকছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের সেই ১৯৫২ সালের ভাষা শহীদদের স্মৃতি সৌধ। যে স্মৃতি সৌধ বারবার মনে করিয়ে দেয় তৎকালীন পাক সরকার উর্দু ভাষাকে বাংলা ভাষার উপর চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্তের কথা। মন্ডপের ডান দিকে থাকছে জাতীয় শহীদ মিনার। ১৯৭১ সাল স্বৈরাচারী পাক শাসকের বন্দুকের নল থেকে নির্গত বুলেটের আঘাতে শত শহীদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই শহীদ মিনার। এর পরে রয়েছে লৌহ মানব তথা বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুঠাম প্রতীকৃতি। মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা। আগরতলার সাথেই বঙ্গবন্ধুর ছিল নিবিড় যোগাযোগ। পাকসেনা ও রাজাকারদের শকুন চোখকে ধুলো দিয়ে বঙ্গবন্ধু খোয়াই হয়ে এসেছিলেন আগরতলাতে। এবারের দূর্গা পূজার থিমে দেখানো হবে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী শচীন্দ্র লাল সিংহের সাথে ১৯৬৩ সালে বঙ্গবন্ধুর গোপন বৈঠকের দৃশ্য। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধার নামে তদানীন্তন স্বৈরাচারী পাক সামরিক সরকার "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" দায়ের করে। এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯৬৭-৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাক সেনারা। এখানে দেখানো হবে ঢাকা মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টের কারাগারে বন্দি

বঙ্গবন্ধু। জীবনের দীর্ঘ সময় বঙ্গবন্ধুকে জেল খাটতে হয়েছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং বঙ্গবন্ধু সহ মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রেপ্তারে উত্তাল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান। ব্লাড মাউথ ক্লাব ও কের চৌমুহনী শারদ উৎসব কমিটির এবারকার থিমে দেখানো হবে ত্রিপুরায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শিবির। উত্তাল মুক্তিযুদ্ধ। ভারতীয় সেনার অংশগ্রহণ। এখানে দেখানো হচ্ছে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সেনার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জে. এস. অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করছে পাক সেনারা । আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করছেন পাক সেনার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ. কে. নিয়াজী। এভাবেই তৈরি হয় স্বাধীন দেশ - বাংলাদেশ। মন্ডপের অপর দিকে দেখানো হবে স্বাধীন বাংলাদেশের ভাবধারা। রবীন্দ্র-নজরুলের সোনার বাংলা। ভারত বাংলাদেশের সম্মানজনক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। যা তৈরি হয়েছে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের সৌজন্যে। এর পরই থাকবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণায় সেই বিখ্যাত মর্মর মূর্তি। কিন্তু সেই মুক্তি অজস্র লড়াইয়ের বিনিময়ে এসেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে ভারতীয় সেনারা লড়াই করেছে স্বৈরাচারী পাক সৈন্যদের বিরুদ্ধে। তেমনি পূজা মন্ডপের ঠিক বিপরীতে দেখানো হবে ভারতীয় সেনার ল্যান্স নায়েক আলবার্ট এক্কার সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধের ঘটনা। পাক সেনাদের আগরতলা দখলের ষড়যন্ত্রকে ভেস্তে দেয় ল্যান্স নায়েক আলবার্ট এক্কা ও ভারতীয় সেনারা। আমাদের পূজা মন্ডপের ঠিক দক্ষিণ দিকে ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনী দিয়ে আখাউড়া সীমান্ত ধরে লেন্স নায়েক আলবার্ট এক্কা ও ভারতীয় সেনারা এগিয়ে গিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গঙ্গা সাগরে পাক সেনাদের বেস ক্যাম্প গুড়িয়ে দেন আলবার্ট এক্কারা। এই যুদ্ধে লেন্স নায়েক আলবার্ট এক্কা ও ১০ জন ভারতীয় সেনা নিহত হলেও সেদিন রক্ষা পায় আমাদের প্রিয় আগরতলা শহর। শুধু ভারতীয় সেনাদের যুদ্ধ নয় , এর পাশেই দেখা সেই বিখ্যাত হাবুল ব্যানার্জীর বাগান। বিশ্রামগঞ্জের এই হাবুল ব্যানার্জীর বাগানে মুক্তিযোদ্ধাদের ফিল্ড হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেই বাংলাদেশে আজ মৌলবাদী থাবা। হিটলারের

ব্লু ব্লাড তত্ত্বকে ধরে আজকের বাংলাদেশে চলছে চরম ভারত বিরোধী স্লোগান। ভারতীয় চর সন্দেহে নৃশংস হত্যালীলা চালিয়ে প্রকাশ্য ফ্লাইওভারে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে আজকের ঢাকাতে। দুঃসাহসের বলিহারি! ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল এমনকি পশ্চিমবঙ্গকেও বাংলাদেশের মানচিত্রে নিয়ে আসার দুঃস্বপ্নে মাতোয়ারা আজকের বাংলাদেশের মৌলবাদী শাসক গোষ্ঠী! এই সকল অভিশপ্ত নেক্কারজনক ছবিগুলো ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে এবারকার আমাদের থিমে। এর পাশেই থাকবে আজকের বাংলাদেশে আক্রান্ত বঙ্গবন্ধুর সমস্ত স্মৃতিফলক। আক্রান্ত বঙ্গবন্ধুর চিন্তা। এরপরেই দেখানো হচ্ছে আজকের বাংলাদেশে অসম্মানিত রবি ঠাকুর। সৃজনশীল চিন্তা, সৃজনশীল শিল্প সংস্কৃতি এবং সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণই ফ্যাসিবাদের নামান্তর। যেমন ভাবে হিটলার গ্যাস চেম্বারে পুড়িয়ে মেরেছিল সেদেশের বুদ্ধিজীবী ও ইহুদীদের, যেমনভাবে ১৯৭১ সালে ঢাকাতে বুদ্ধিজীবীদের গণকবর দিয়েছিল তৎকালীন পাকসৈন্য ও রাজাকাররা। সেই ছবিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও কের চৌমুহনীর শারদোৎসব কমিটির এবারকার মন্ডপ সজ্জায়। সমগ্র বিশ্বে বর্তমান পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু থিমের শারদ উৎসব অদ্বিতীয়। তবে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশ। ঘুরে দাঁড়াচ্ছে রবি ঠাকুরের "আমার সোনার বাংলা"। লক্ষ মুজিব তৈরি হচ্ছে আজ বাংলার ঘরে ঘরে। এই মাটিতে মৌলবাদ-বর্বরতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনা। এইটাই বাংলার ইতিহাসের ধারাবাহিকতা । এখানেই বাঙালির অহংকার। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতেও সগর্বে মাথা উঁচু করে বঙ্গবন্ধু থিমে শারদোৎসব প্রতিপালন করছে প্রতিবেশী দেশের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলার ব্লাড মাউথ ক্লাব ও কের চৌমুহনী শারদোৎসব কমিটি।